ভি নিউজ গোলটেবিল বৈঠক

বাজেট উচ্চাভিলাষী হলেও বাস্তবায়নযোগ্য

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে গত ১২ জুন গোলটেবিল বৈঠক করেছে অনুসন্ধানী অনলাইন ও সংবাদ সংস্থা ভি নিউজ। এতে বক্তারা বাজেটকে উচ্চাভিলাষী হলেও বাস্তবায়নযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভি নিউজ সম্পাদক জয়ন্ত আচার্যের সভাপতিত্বে ভি নিউজ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাজেটের মূল আলোচনা করেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, আমেরিকার সেন্ট ফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাহবুব উল ইসলাম। এ ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম ফজলুল হক, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম লিটন, দি ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার এনামুল হক, সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক খোন্দকার তাজউদ্দিন, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন কবীর, দি ইন্ডিপেন্ডেন্টের কানিজ ফাতেমা হীরা এবং মইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ভি নিউজের সহসম্পাদক জিহাদুল ইসলাম জিহাদ এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নিউজ এডিটর নূরে আলম সিদ্দিকী খোকন।

গোলটেবিলের প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মাহবুব উল ইসলাম বলেন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা, যা দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম বাজেট। এই বাজেট উচ্চাভিলাষী কিন্তু এটা বাস্তবায়নযোগ্য। প্রস্তাবিত বাজেট সময়োপযোগী। যে কারণে জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, এ দেশের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ কারণে অর্থমন্ত্রীর বাজেটটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বাজেটের আকারের তুলনায় যা ঘাটতি রয়েছে তাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তিনি আরো বলেন, এই বাজেট গণমুখী ও উন্নয়নমূলক। তবে বাজেটের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর। সুশাসন নিশ্চিত করা ও দুর্নীতি দমনের ওপর সরকারের সফলতা নির্ভর করবে। এ দুটি বিষয় বাজেট বাস্তবায়নের মূল চাবি। সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এস এম ফজলুল হক তার বক্তব্যে বলেন, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অষ্টমবারের মতো বাজেট দিলেন। এই বাজেট দেয়ার সময় জাতীয় সংসদে বিরোধী দলও উপস্থিত ছিল। এটা রাজনীতির জন্য সুখবর। তিনি বলেন, দুর্নীতি করে ক্ষমতাবানরা, ক্ষমতাহীনরা নয়। তাই দুর্নীতি দমন করতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সে জন্য 'সমবায় প্রথা'কে অর্থবহ করতে হবে। তাছাড়া তিনি কৃষি উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ ও সার নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম লিটন বলেন, বাজেটে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। এই স্বপ্ন সফল করতে আইটি সেক্টরের ওপর আরো গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেয়া নানা পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য আইডি কার্ড প্রণয়ন করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে দেশের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষ বেশি উপকার পাবে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক খোন্দকার তাজউদ্দিন বলেন, বাজেটে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। তবে এই স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়ন হবে তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে বাজেটে বাস্তবতার অভাব দেখতে পাচ্ছি। বাজেটে ঘাটতি মোকাবেলায় সরকার ব্যাংক থেকে অধিকহারে ঋণ নেবে। এটি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফলে বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। তিনি কালো টাকা সাদা বন্ধ করা, নারীর ক্ষমতায়নে বাজেট বৃদ্ধি, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি রোধ করতে বাড়িভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দেয়ার বিধান চালু করার প্রস্তাব করায় বাজেট প্রণয়নকারীদের ধন্যবাদ জানান।

আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সভাপতি হুমায়ুন কবীর বলেন, গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের প্রতি দরদি দৃষ্টি থাকায় অর্থমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন এবারের বাজেটে তার নেয়া পদক্ষেপ নির্ধারিত সুফল বয়ে আনবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করা হয়েছে, এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সভাপতির বক্তব্যে ভি নিউজ সম্পাদক জয়ন্ত আচার্য বলেন, সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে প্রথম বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নকে 'অগ্রাধিকার' দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্কসহ অন্যান্য ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি দ্রুত সম্পন্ন করা হবে, যা দেশকেই বদলে দেবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন কনসোর্টিয়ামের সদস্য হয়েছে। এটা ভালো দিক। এর ফলে আইটি সেক্টরে দেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া পদ্মা সেতুতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। ■